# পাহাড় ছোঁয়া রোদ

মৃনালকান্তি মহাপাত্র



সামনের কাঠা দেড়েক ফাঁকা জমি। তারই পেছনে কাঠ ও টালির ছাউনি, দু-রকমের টানা দুটো ঘর। তুকারামের ওই ফাঁকা জমিটুকুনও তার। চারদিকের সীমানা বলতে কাঠের খুঁটি ও বাখারির বেড়া। তোপচাচির জঙ্গল থেকে আনা খুঁটি দিয়ে নিজের গতরে সে এই সীমানা এঁটেছে । এই ফাঁকা জমিটার সামনেই পূব-পশ্চি মেবিস্তার পায়েচলার পথ। মোরামের। তারই সামনে বড়ো এক দীঘি। জায়গাটা পাথুরে। ফাঁকা জায়গাটায় লাউ-কুমড়ো হবার নয়। তুকারাম তাই বেশ কটা ভুট্টা পুঁতেছে বৃষ্টির আগে আগে। তারই সঙ্গে ক-জাতের ফুলগাছ। বাপের সঙ্গে তোপচাচির বাগান বেড়িয়ে আসার পর মেয়ের বায়না মেটাতে তুকারামই ভুট্টার পাশাপা শি কটা গাছপুঁতেছেমেয়ের মনে ফুল ফোটাতে। বৃষ্টির জল পেয়ে ভুট্টা গাছ লকলকিয়ে বেড়া টপকে আকাশে চোখ মেলেছে। কটা পাখি ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে ঠিক এখানেই রোজ বিকেলে হাওয়া খেতে আসে। বাখারির ওপর বসে। সূর্যের শেষ আলো মাখামাখি করে। ঝগড়া করে। ভুট্টা খেতে খেতে নিজেদের আলাপ অ ালোচনা সারে। মুন্নি রোজ বিকেলে উঠোনে বসে বসে পাখিদের এই কান্ড কারখানা চাক্ষুস করে। তারই সঙ্গে কখনো কখনো রেডিও দেয় চালিয়ে। মুন্নির সঙ্গে কথা বলার কেউ এসময় ঘরে থাকে না। কথা বলার বলতে -- একজনই। বাপ তুকারাম। এসময়টা তুকারামও ঘরে থাকে না। সন্ধের মুখে মুখে ঘরে ফেরে সে। কখনো কখনো সন্ধেউতরেও যায়। ডিসেম্বর - জানুয়ারি এই দুই মাস বহু পিকনিক পার্টি তোপচাচির এই পাহাড় ঘেরা বাগানে পিকনিক করতে আসে। এ সময় পিকনিক বাবুদের ফাই ফরমাস খাটলে বাড়তি পঞ্চাশ একশো টাকা হাতে আসে তুকারামের। বাবুরা বাসে না উঠলে তো তুকারামের পাওনা নেই আর ছুটিও নেই। তবু ঘরে থাকা মেয়েটার জন্য তার বুক ধুক্‌পুক্‌ করে। অনেক সময় বাড়তি খাবার পিকনিক বাবুরা দিলে গামছার খুঁটে বেঁধে নিয়ে মনের আদে তুকারাম বাড়ির গেটে " মুন্নি! মুন্নি!" বলতে বলতে সারা পাড়া মাথায় করে ঢোকে। যে সব পিকনিক পার্টি বহুদূর থেকে আসে, তাদের পৌঁছতেই দুপুর গড়িয়ে য়ায়। তারপর রান্না - বান্না করে খেয়ে - দেয়ে যেতে যেতে অন্ধকার নামে। তাছাড়া শীতের সন্ধ্যা ঝপসা করেই নামে। এই দু-মাসের বাড়তি আয়ের আর একটু মুখ পাল্টানোর লোভে ঠিকাদারের কাজটি ছাড়বো ছাড়বো করেও ছাড়তে পারেনি তুকারাম। ট্যুরিজিমের এই স্পটটি বিহার সরকার বাগান পরিসেবার জন্য- কবছরঅন্তর টেন্ডার করে কাউকে চুক্তি দেয়। এই চুক্তিদার -এর অধীনে মালীর কাজ করে তুকারাম মাস গেলে মাত্র বারোশো। চারবছর পর দুশো বেড়ে এই অঙ্কে এসে দাঁড়িয়েছে। পাহ াড়কে সামনে রেখে পাহাড়ের পায়ে পায়ে শুয়ে আছে খাঁড়ি। খাঁড়ি হলেও বেশ চওড়া। পাহাড়ের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে এর তরল শরীর। আছে খাঁড়ি। খাঁড়ি হলেও বেশ চওড়া। পাহাড়ের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে এর তরল শরীর। বেশ কাচ কাচ । এই তরল কাচের শরীরে সূর্য যখন স্নানে নামে জল তখন তরল সোনা, পাহাড়ের দুই হাতে ঘন জঙ্গল। এই জঙ্গলে বাঘ-সিংহ নেই। অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে শেয়াল, বন - বিড়াল, হরিণ - খরগোস প্রভৃতির সঙ্গে কখনো কখনো একদঙ্গল দুষ্কৃতকারীও গা ঢাকা দেয়। চুরি ছিনতাই তাদের অন্যতম পেশা। তুকারাম তাদেরকে চেনে। তারা তুকারামের কোনো ক্ষতি করে না। অর্ধবৃত্তাকারে পাহাড়ের সামনের জলের শরীর এবং দুহাতের জঙ্গল বাদ দিলে সামনের ফাঁকা অংশটুকু বাগান। এইবাগানের ঘাস বাছা, ঔষধ স্প্রে, জল দেওয়া, পাতা ছাঁটা, শুকনো পাতা এবংশুকনো ডালপালা পরিস্কার করা এবং রোলার চালিয়ে ঘাসকাটা ইত্যাদির কাজ করে তুকারাম।

সকাল ন-টার মধ্যে খেয়ে - দেয়ে কাজে বেরোয় তুকারাম। ভাত - ডাল একটু সব্জি, ক-খানা টি ও তালগুড় একটা টিনের কৌটোয় ঢুকিয়ে জোরে জোরে সে পা চ ালায় তোপচাচির উঠোনে। সকাল - দুপুর যা হোক করে কেটে যায় মুন্নির। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে গেলে মুন্নি মনমরা হয়ে যায়। এখন মুন্নির বয়স কত হবে ! বছর আট-নয়। কোনোমতেই এর বেশি নয়। ঘরে এটুকুন মেয়ের একা থাকতে ভয় লাগারই কথা। বিশেষ করে সন্ধে উতরে গেলে। তুকারামেরও কিছু করার নেই। ঘরে বসে থাকলে বাপ - বিটির পেট চালায় কি করে সে! অগত্যা দুধেরী মেয়েকে ঘরে একা রেখে তুকারামকে কাজে বেতে হয়। মুন্নির মুখের দিকে তাকালেই তুক ারামের কেমন সব ওলট - পালট হয়ে যায়। মুন্নির মুখে মতিয়াকে যেন কেটে বসানো। রংটা ঈষৎ চাপা। বাপের মতো। বেশ গোটা গোটা মাথা ভর্তি থোকা থোকা কোঁচকানো চুল, নাকে রূপোর নোলক, পায়ে মল তাতে আবার মতিয়া শখ করে ঝুমকো লাগিয়ে এনেছিল। ডান হাতে উল্কি কেটে মতিয়াই মেয়ের নাম রেখেছিল মুন্নি। বোধকরি মেয়ের মধ্যেই পুরোপুরি বাঁচতে চেয়েছিল সে। কোনো অভিমানে যে মেয়েকে বাপের কাছে রেখে প্রায় মাস - দশেক রোগে ভুগে মতিয়া যমের সংস ারে উঠে গেল--তা বাপ - বিটি এখনও ঠাহর করতে পাবে না। তুকারাম কম ডাক্তার বদ্যি করেনি! ক্রমাগত কাজ কামাই কয়ে মতিয়াকে সুস্থ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে কারখানার চাকরি ও মতিয়াকে প্রায় একই সময় হারিয়ে তুমারাম নিশ্চিত পটল তুলতে পারতো যদিনা মুন্নির ডাগর চোখ দুটো তার সামনে সেসময় ভেসে না উঠতো। মুন্নির বয়স তখন চার-সাড়ে চার। মুন্নির কাছে এখন মতিয়া বেশ ঝাপসা। তুকারাম মতিয়ার অভাব পূরণ করতে দ্বিতীয়বার আর মাথায় টোপর চাপায়নি। পড়শিরা অনেক বুঝিয়েছে। তুকারামের ভয় পাছে কেউ এসে তার দিলটাকে দলে পিষে চটকে দেয়। সেই ভয়ে তুকারাম আর এ কাজে পা বাড়ায় নি। মুন্নি সাতরাজার ধন। মুন্নিকে নিয়ে তুকারামের কত স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের সবকিছু যদি স্বপ্ন থেকে যায়।

তুকারামের বাপ ভুজঙ্গ কাজ করতো রেলে। ভুজঙ্গই প্রথমে রেল কলোনির এই জায়গায় ঘর বেঁধেছিল। এই ঘরে বহু স্মৃতি আটকে আছে আষ্টেপৃষ্ঠেতুকারামের শিরায় শিরায়। ঘরের পেছনের দেওয়াল ঘেঁসে একটারান্নার ঘর। তার একটু দূরে ডাঁয়ে পাতকুঁয়ো আর বাঁয়ে একটা খাটা পায়খানা। ঘরের সামনে এক চিলতে উঠোন। এই উঠোনে সকাল দুপুর সূর্য পিঁড়ি পাতে। দিনে-রাতে কখনও কখনও এখানে আকাশ চোখের জল ফেলে যায়। এই পিঁড়িতে বসেই মুন্নি আকাশ জল ম াখতে মাখতে বড়ো হতে থাকে। আগামীকাল মুন্নি দশে পা দেবে। মতিয়া থাকলে নিশ্চয়ই তুকারামের সঙ্গে নূতন কাপড় নিয়ে ঝগড়া করতো। নূতন কিছু পরানো চ াই। নটা নয় ছটা নয় একটাই মেয়ে। নতুন কিছু গায়ে উঠবে না--মতিয়া তা কোনো মতেই হতে দিত না। সত্যি তো! অনুভবে অনুভবে তুকারাম মতিয়াহয়ে যেতে চ ায়। আজ তাই বাপ বেরোনোর মুখে, নতুন শাড়ি কিনে বাড়ি ফিরবে জানিয়ে গেছে মেয়েকে। তার সঙ্গে তার পছন্দের মিঠাই। মেয়ের আব্দার সন্ধের আগে, পারলে

বিকাল-বিকাল ঘরে ফেরা চাই। আসলে মুন্নি বোঝে না বাপ তার লালুকাকু নয়। সে রেল আপিসের কাজ করে না। ঠিকাদার কেমন হয় মুন্নির ধারনা থাকার কথাও নয়।

এখন বিকেল। বেলা গড়াতে শু করেছে ক্রমশঃ। উঠোনে বসে আছে মুন্নি। চোখ ছুঁড়ে ছুঁড়ে পাখিদেরদেখছে। নীল আকাশে তাদের মাতামাতি। তার ফাঁকে ফাঁকে রাস্তা। যে রাস্তা বেয়ে তার বাপ বাজার থেকে ফিরবে। পাখিরা যে যার ঘরে ফিরতে শু করেছে। মুন্নি এবার দালান ছেড়ে উঠোনো নেমে পাখিপথ দেখছে ঘাড় উঁচিয়ে উঁচিয়ে। পশ্চিমের আকাশে শুধু একমুঠো আলো ছড়িয়ে আছে। পৃথিবী বুঝি এবার শেষ আলো গুটিয়ে নেবে। মুন্নির মনে পড়ে, বাপের পা ধোওয়ার জল তোলা হয়নি। সে আঁচল কোমরে জড়িয়ে ঘরে ঢুকে বালতি নিয়েঘরের পেছনে কুঁয়োটার কাছে ছোটে। আজ মুন্নি নিজে নিজে চুল বেঁধেছে। গায়ে ঘসে ঘসে মেখেছে গন্ধ সাবান।মায়ের হলুদ ছাপা শাড়ি কোমরে পেঁচিয়ে পরেছে। আজ সে নতুন শাড়ি পরবে। তার বুঝি মহড়া দিচ্ছে মুন্নি। যাক কুঁয়োটার কাছে এসেমুন্নি দড়ি লাগানো বালতিটা ছুঁড়তে দড়িটা হাতে নিতে গিয়েই দেখে কি অদ্ভুত দৃশ্য! পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকায় মুন্নি। কটা বাজ-বাউরি উড়ে উড়ে তোপচাচির দিকে ফিরছে। তোপচাচির শরীরের কোনো ফোঁকর দিয়ে ঢুকে পড়া আকাশের পশ্চিমী আলো বুঝি কুয়োর জলে। এবার বালতি ছোঁড়ে মুন্নি। বালতির আঘাতে জলের শরীর কাঁপতেথাকে। আর এই কম্পমান জলতলে মুন্নি মতিয়ার মুখ আবছা অনুভর করে। প্রথম তোলা জলে বালতিটা ধুয়ে সেই জল ছুঁড়ে দেয় দূরে দাঁড়িয়ে থাকা নিম গাছটার গোড়ায়। দ্বিতীয়বারছুঁড়ে দেয় দূরে দাঁড়িয়ে থাকা নিম গাছটার গোড়ায়। দ্বিতীয়বার ছুঁড়ে দেয় অত্যন্ত নিপুন দূরে দাঁড়িয়ে থাকা নিমগাছটার গোড়ায়। দ্বিতীয়বার ছুঁড়ে দেয় অত্যন্ত নিপুন কায়দায় বালতিটা কুঁয়োর এক্কেবারে মধ্যিখানে। জলের সঙ্গে ক্রমশ ঃ মতিয়া উঠে কায়দায় বালতিটা কুঁয়োর এক্কেবারে মধ্যিখানে। জলের সঙ্গে ক্রমশ ঃ মতিয়া উঠে আসে মুন্নির চোখে। এবার মতিয়া অনেকটা স্পষ্ট। বালতিটা উঠোনে বসিয়ে দালানে মাদুর পাতে মুন্নি। সন্ধ্যা নেমে পড়েছে এবার। হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে সে মাদুরের ওপর বসায়। পাশের ঘর থেকে রেডিও এনে রেখেছে। তারপর এক মগ জলে হাত-পা ধুয়ে ঘরে একটা ধূপ জ্বালায়। এবার মাদুরে এসে পা ছড়িয়ে বসে মুন্নি। সন্ধে বাড়ছে অথচ বাপ বাড়ি ফিরছে না। মুন্নির অভিমান বাড়তে থাকে। পাশেরবাড়ির ছেলে - মেয়েদের খলখল হাসি নদীর জলের মতো কলকলিয়ে তার কানে ঢুকছে। ভয় বাড়ছে। মুন্নি রেডিও খোলে, রেডিও শুনতে শুনতে মুন্নির মায়ের কথা মনে পড়ে। দরিয়ার মতো বুকটা তার সপসপিয়ে যায়। মাকে ঘিরেকিছু আবছা স্মৃতি উঠোন জুড়ে খেলতে শু করে। মুন্নি এবার চোখ বুজে মায়ের মুখ আঁচ করে। তার চোখে মতিয়া আঁচল বিছিয়ে যায়। কিসের একটা ছায়া সারা ঘর জুড়ে লক্ষ্য করে মুন্নি। ধীরে ধীরে তার ভয় মুছে যেতে থাকে। অথচ মন পড়ে রয়েছে তারবাপের কাছে ভাবতে থাকে বাপের কিছু হলোনি তো! হঠাৎ তুকারাম মুন্নি মুন্নি করে চেঁচাতে উঠোনে আসতে না আসতেই লাফিয়ে নামে মুন্নি । হঠাৎ শাড়ি পড়া মুন্নিরসামনে পেছনে মতিয়ার আলোছায়া হ্যারিকেনের আলোয় লক্ষ্য করে তুকারাম। তুকারাম অভিভূত হয়। কিসের তুফান তুকারামকে একটু দুলিয়ে দেয়। উঠোনে বসতে বসতে লাল ডোরাকাটা ডোরাকাটা কাপড়টা বার করে তুকারাম মুন্নির হাতে দেয়। মুন্নি আনদে আটখানা। দৌড়ে ঘরে ঢুকে সে কাপড়টা জড়ায়। নতুন লাল ডোরায় মুন্নিকে খুব মিষ্টি লাগে। পাহাড়ের চুঁইয়ে পড়া সকাল সূর্যের আলো যেন তুকারামের চোখে। এবার বাপকে প্রণাম করে মিঠাই দেয় মুখে। মুন্নি এবার চমকে যায়। বাপের মুখে মায়ের স্পষ্ট ছায়া দেখে। সত্যিতো তুকারামইতো মুন্নির এখন বাপ ও মা। তুকারাম হাত রাখে মেয়ের মাথায়। চোখের কোনো তার নিটোল ধারা মতিয়া হয়ে গালে নামতে চাইছে। ডান হাতের পাঁচ আঙ্গুলে নর ম আদর খেতে খেতে মুন্নির জন্মদিন জোরালো হয়ে ওঠে। খাওয়া- দাওয়া শেষ করে বাপ -মেয়ে এবার ঘুমিয়ে পড়ে। রাত বাড়ে। মুন্নির থোকা চুলে মতিয়ার স্বপ্ন বিলি দিতে দিতে হুস্ করে পার করে দেয় জন্মদিনের রাত। ভোর হয়। পাহাড় চেরা আলোর ফালি ঘরে জানালায় ঢুকে চোখ ছুঁয়ে মুন্নির নতুন দিনের সূচনা করে। মুন্নি চোখ দলতে দলতে দেখে তার চোখের সামনে দুম্ করে বেরিয়ে যায় একটামিষ্টি দিন।



সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com